ঈশ্বর-ভয়শীল ইয়োব

ইয়োব ১ অধ্যায় ১-৫ পদ

বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যে ইয়োব একটি অন্যতম প্রচীনতম পুস্তক। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু থেকে এর লেখককে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। অনেকে এর লেখককে মোশির পূর্ববর্তী সময়ের ব্যক্তি বলে মনে করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, মোশি নিজে আরব ভাষা থেকে এই পুস্তকের হিব্রু অনুবাদ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, শলোমনের সময় জ্ঞানী ব্যক্তিদের যে বৃত্ত ছিল, যারা হিতোপদেশ, উপদেশক ও পরমগীতের বিষয়বস্তুর জন্য দায়িত্বশীল ছিল, তাদের দ্বারাই এই পুস্তক তৈরী হয়েছিল। যাই হোক, আমরা এর লেখক সম্বন্ধে কেউই নিশ্চিত নই। এখন, এই পুস্তকের লেখক সম্বন্ধে নিশ্চিত না হলেও, আমরা একটি বিষয়ে খুবই নিশ্চিত। বিষয়টি হল, পবিত্র আত্মার দ্বারাই এই পুস্তক আমাদের দেওয়া হয়েছে। আবার, এই পুস্তক কখন লিখিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধেও আমরা নিশ্চিত নই।

কিন্তু ইয়োব কোনও পৌরাণিক কাহিনীর ব্যক্তিত্ব নয়, তিনি একটি ঐতিহাসিক বাস্তব চরিত্র। পুস্তকের বিষয়বস্তু থেকে ধরা যেতে পারে যে, তিনি মোশির পূর্বে এই পৃথিবীতে বাস করতেন। কারণ, (১) কূলপতিদের ন্যায় পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা এই পুস্তকে পাওয়া যায়। (২) যে সমস্ত হোমবলির কথা এই পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি যাজকের পরিবর্তে পরিবারের প্রধানের দ্বারা উৎসর্গীকৃত হয়েছে। (৩) ৪২.১১ পদে যে 'কসীতা' নামক মুদ্রার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কূলপতিদের সময় (আদি ৩৩.১৯) বা যিহোশূয়ের সময়কে (যিহোশূয় ২৪.৩২) নির্দেশ করে।

তাই ধরা যেতে পারে যে, ইয়োব অব্রাহামেরই সমসাময়িক ছিল। অবশ্য, তিনি অব্রাহামের ন্যায় প্রতিজ্ঞার দেশে বাস করতেন না, কিন্তু 'ঊষ' নামে এক দেশে বাস করতেন, যে দেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। মনে করা হয়, এই দেশ ছিল এদমের কাছে আরবের উত্তর দিকে অবস্থিত; অর্থাৎ কনানের উত্তর দিকের রাজ্য। যিহিষ্কেল ভাববাদী পুস্তকে ইয়োবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এবং নোহ ও দানিয়েলের পাশাপাশি ইয়োবকে পুরাতন নিয়মের তিন মহান ব্যক্তির মধ্যে একজন হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে (যিহিষ্কেল ১৪.১৪, ২০)।

হিব্রু ভাষায় 'ইয়োব' শব্দটি যে ধাতু থেকে এসেছে, তার অর্থ ''ফিরে আসা'' *(turn back)* বা 'অনুতাপ করা'' *(repent)*। তাই, এই নামের দ্বারা এমন একজনকে নির্দেশ করা যায়, যে (ঈশ্বরের কাছে) ফিরে আসে। অবশ্য এই নামের পেছনে আরব ভাষার প্রভাবকে স্বীকার করলে, এই নামের অর্থ দাঁড়ায়, ''শত্রুতার বিষয় বা বস্তু'' *(object of enmity)*।

আমরা দেখি যে, এই পুস্তকটি অনেকটাই হোমারের *(Homer)* ইলিয়াড *(The Illiad)* এবং ওডেসি *(The Odyssey)* মহাকাব্যের ন্যায় লেখা হয়েছে। যদিও এই পুস্তকের বেশীরভাগ অংশই হল কবিতায় লেখা, তথাপি এর শুরু (১ ও ২ অধ্যায়) ও শেষ (৪২.৭-১৭) গদ্যে লেখা।

১ ও ২ অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে, তা হল কী ঘটে চলেছে, তা লেখক আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এর জন্য লেখক আমাদের দুটি কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত করেছেন, যার একটির প্রেক্ষাপট স্বর্গ এবং অন্যটির প্রেক্ষাপট এই পৃথিবী।

১.১-৫ পদের প্রেক্ষাপট হল এই পৃথিবী। এখানে আমাদের এই পুস্তকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি ঊষ দেশে বাস করতেন, তিনি ধনী ছিলেন এবং ৭ পুত্র ও ৩ কন্যার পিতা ছিলেন। এই সংখ্যা পূর্ণতাকে নির্দেশ করে। এমন বড়ো পরিবারের পিতা হওয়া সত্ত্বেও ইয়োব মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ছিল। কারণ, এই পুস্তকের শেষে (৪২.১৩) এসে আমরা দেখতে পাই যে, ইয়োব আরও ১০ পুত্র-কন্যার পিতা হয়েছিল। এখন ইয়োব কেমন ব্যক্তি ছিলেন?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (*রেভা. সুজয় রায়*), graceindia.net@gmail.com

১। ইয়োব ঈশ্বর-ভক্ত লোক ছিল- ইয়োবের বিষয় লেখক যে সমস্ত কথা বলেছেন, তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইয়োবের ঈশ্বর-ভক্তি। তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সে সিদ্ধ ও সরল *(perfect & upright),* ঈশ্বর-ভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী ছিল *(feared God, turning away from evil)* (১.১, ৮; ২.৩)। এখানে, ইয়োবকে সিদ্ধ বলা হয়েছে। এর দ্বারা ইয়োবকে নির্দোষ বলা হলেও, নিষ্পাপ বলা হয়নি। কারণ, এই দুটি শব্দ এক অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ, আমরা পাপী হয়েও নির্দোষ হতে পারি, যদি আমরা ঈশ্বর-নির্ধারিত পথে আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করতে জানি। ইয়োব তা জানত, তাই তাকে নির্দোষ হলা হয়েছে। তাই, তার সমন্ধে বলতে গিয়ে তাকে ঈশ্বর-ভয়শীল বলা হয়েছে।

এখন, যে প্রশ্নটি এখানে আমরা করতে বাধ্য, তা হল, ইয়োবকে আমরা অব্রাহামের সময়ের লোক হিসাবে চিন্তা করেছি; যে সময় কেবল অব্রাহামই ঈশ্বরের আহ্বানে আহূত হয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ঈশ্বর জ্ঞান লাভের অধিকারী ছিল। তাহলে, ইয়োব কী করে সেই ঈশ্বরকে জানল বা ঈশ্বর-ভয়শীল জীবনযাপন করতে পারল? আমরা ইয়োবকে মল্কীষেদকের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যার কথা আমরা আদি ১৪.১৭-২০ পদে পাই। বাবিলে ভাষাভেদের পূর্বে মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর-জ্ঞান বর্তমান ছিল, যা আদম-হবা থেকে তাদের সন্তান-সন্ততিদের কাছে মৌখিক কাহিনীর আকারে হস্তান্তরিত হয়েছিল, তা বাবিলে ভাষাভেদের পরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ঈশ্বর-জ্ঞানই নোহের মধ্যে ছিল, যা তার ছেলেদের মধ্যেমে সংরক্ষিত ও বিস্তৃত হয়েছিল। এই কারণেই আমরা মল্কীষেদক ও ইয়োবের ন্যায় ব্যক্তিত্বদের দেখতে পাই, যাদের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বর-জ্ঞান বর্তমান ছিল। কিন্তু ইয়োব কেবল ঈশ্বর-জ্ঞানে জ্ঞানবান ঈশতাত্ত্বিক ছিল না; সে তার ঈশ্বর জ্ঞান অনুসারে বাস্তব জীবনযাপন করত। তাই, সে ঈশ্বরকে ভয় করত ও কুক্রিয়া ত্যাগ করার দ্বারা জীবনযাপন করত। অর্থাৎ, ঈশ্বরকে ভয় করার দ্বারা সে ছিল সিদ্ধ; এবং কুক্রিয়া ত্যাগ করার দ্বারা সে ছিল সরল।

২। ইয়োব ধনবান ব্যক্তি ছিল- ইয়োব সম্বন্ধে লেখক দ্বিতীয় যে বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হল, ইয়োবের পার্থিব সম্পত্তি। ৩ পদে ইয়োবের পশুধন ও দাস-দাসীদের সংখ্যার কথা বলা হয়েছে। আজকের দিনে যেমন গাড়ি, বাড়ি বা ব্যাঙ্কে জমানো অর্থের দ্বারা একজন কত ধনবান, তা প্রকাশ করা হয়; তখনকার দিনে পশুধন ও দাস-দাসীদের সংখ্যার দ্বারা তা চিহ্নিত করা হত। ধনের কথা চিন্তা করলে, সেই দেশে ইয়োবের সমকক্ষ কেউ ছিল না। তাই, এমন কথা বলা হয়েছে , ***"বস্তুত, পূর্বদেশের লোকদের মধ্যে ইয়োবই সর্বাপেক্ষা মহান ছিল।"*** ঈশ্বর আমাদের ধন-সম্পত্তি দিয়ে থাকেন, ধন-সম্পত্তি নিজে নিজে মন্দ বিষয় নয়। এখন ধন যদিও মন্দ নয়, কিন্তু বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ***"ধনাসক্তি সকল মন্দের একটা মূল; তাতে রত হয়ে কিছু লোক বিশ্বাস থেকে বিপথগামী হয়েছে, এবং অনেকে যাতনারূপ কাঁটায় নিজেরা নিজেদের বিদ্ধ করেছে"*** (১তীম ৬.১০)। অবশ্য, একথা ইয়োবের ক্ষেত্রে প্রযোয্য নয়; কারণ সে ঈশ্বর-ভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী। ঈশ্বরই তাকে এই সমস্ত ধন-সম্পত্তিতে ধনী করেছেন।

এখন, ইয়োবের ঈশ্বর-ভক্তির কথা বলার পরই তার বিশাল জাগতিক সম্পত্তির কথা বলা হয়েছে। এর থেকে আমরা সহজেই যে কথায় উপনীত হতে পারি, তা হল, ইয়োবের এই ঈশ্বর ভক্তিই ইয়োবকে এমন বিশাল জাগতিক ধনে ধনবান করেছিল। কারণ, ইব্রীয় চিন্তাধারা তথা জগতের বিভিন্ন ধর্মীয়দর্শন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জাগতিক ধন-সম্পত্তি ঈশ্বরের আর্শীবাদের চিহ্ন। দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ অধ্যায় খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে, সে তার আর্শীবাদ পায়; কিন্তু যে ব্যক্তি অবাধ্য তার প্রতি অভিশাপ বর্তায়। গীতসংহিতা ১.১, ৬ পদ বা ইব্রীয় ১১. ৬ পদও একই বিষয় সাক্ষ্য দেয়। তাই, একথা সত্য যে ঈশ্বর কখনও কখনও ধন-সম্পত্তির দ্বারা তাঁর আর্শীবাদ প্রকাশ করে থাকেন।

কিন্তু, একথা সব সময়ের জন্য সত্য নয়। কারণ গীতসংহিতা ৪২ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, গীতরচক তার দুরবস্থার জন্য কতখানি অবসন্ন ও ক্ষুব্ধ; গীতসংহিতা ৭৩ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (*রেভা. সুজয় রায়*), graceindia.net@gmail.com

গীতরচক দুষ্টদের কল্যাণ ও নিজের দুরবস্থা দেখে কতখানি আতঙ্কিত। তাই, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীতে আমাদের জীবন সর্বদা জাগতিক ধন-সম্পত্তির দ্বারা মূল্যায়ন করার বিষয় নয়। এই সত্য যদি উপলব্ধি করতে আমরা ব্যর্থ হই, তাহলে খ্রীস্টের দুঃখভোগ বা মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ আমরা কখনও উপলব্ধি করতে পারব না; কিংবা ধনী ও লাসারের দৃষ্টান্তে যীশুর শিক্ষা কখনও উপলব্ধি করতে পারব না।

শয়তান জগতকে যে ভ্রান্ত শিক্ষা দিয়েছে, তা হল, ঈশ্বর জাগতিক আর্শীবাদের লোভ দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে সেবা, আরাধনা বা ঈশ্বর-ভক্তি লাভ করে থাকেন। অর্থাৎ, মানুষ ঈশ্বরের সেবা করে কারণ ঈশ্বর তাদের জাগতিক আর্শীবাদ করে থাকেন। তাই, শয়তানের যুক্তি হল, ঈশ্বর যদি মানুষের কাছ থেকে জাগতিক আর্শীবাদ সরিয়ে নেন, তাহলে মানুষ ঈশ্বরের মুখের উপর ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দেবে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অপরিহার্যতা স্বীকার করে মানুষ ঈশ্বরের সেবা করে না; নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই ঈশ্বর-সেবা করে। তাই, ইয়োবের ১ম অধ্যায়েই শয়তান, ঈশ্বরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছে, ***"ইয়োব কি বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে?. . . তুমি তার হাতের কাজ আর্শীবাদের করেছ, তার পশুধন দেশময় ব্যাপিয়াছে। কিন্তু তুমি একবার হাত বাড়িয়ে তার সর্বস্ব স্পর্শ কর, তবে সে অবশ্য তোমার সামনেই তোমাকে জলাঞ্জলি দেবে"*** (ইয়োব ১.৯-১১)।

খ্রীস্ট বিশ্বাসীরাও অনেক সময় শয়তানের এই কথায় বিশ্বাস করে বসে। শয়তানের এই কথা কতখানি মিথ্যা, তা প্রমাণ করার জন্যই ইয়োবের প্রতি তথা বিশ্বাসী আমাদের প্রতি ঈশ্বর অনেক সময় দুঃখভোগ অনুমতি দেন; যখন জাগতিক আর্শীবাদ না করলেও আমরাও ঈশ্বরের সেবা করি, কারণ তিনি ঈশ্বর, তিনি আমাদের কাছ থেকে সমস্ত সেবা, গৌরব ও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য (প্রকাশিত বাক্য ৫.১২; ১তীম ১.১৭)। এই কারণেই দানিয়েলের তিন বন্ধু রাজা নবুখদনিৎসরকে যথার্থ উত্তর দিতে পেরেছিল (দানিয়েল ৩.১৭-১৮)। আপনি, আমি কেন ঈশ্বরের আরাধনা করি?

৩। ইয়োব উত্তম পিতা ছিল- ইয়োবের কথা বলতে গিয়ে লেখক আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি হল, সন্তানদের প্রতি ইয়োবের ভালোবাসা। ৪-৫ পদে এই কথা বলা হয়েছে। ইয়োব তার সন্তানদের এতখানি ভালোবাসত যে, তারা হয়তো ***"মনে মনে ঈশ্বরেকে জলাঞ্জলি দিয়েছে"*** এই কথা ভেবে ইয়োব তার সন্তানদের জন্য পরিবারের যাজক হিসাবে নিজে তাদের সংখ্যানুসারে হোমবলি উৎসর্গ করত। কারণ ইয়োব তার পরিবারের প্রত্যেকের পাপের ক্ষমা ইচ্ছা করত। এ ছিল ইয়োবের সারাজীবনের ধারাবাহিক ও নিয়মিত অভ্যাস, ***"ইয়োব সতত এইরূপ করত"*** (৫ পদ)। ইয়োবের ৭ পুত্র ছিল, তারা তাদের জন্মদিনে তাদের তিন বোনকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন-পান করত। পরিবেশ ও পরিস্থিতি যখন অনুকূলে থাকে, তখন আমরা সহজেই ঈশ্বরকে ভুলে যেতে পারি। ইয়োব তা জানত; তাই তাদের জন্য ইয়োব হোমবলি উৎসর্গ করত। এ সেই বলি যা অব্রাহাম, ইস্হাককে করার জন্য মোরিয়া দেশে গিয়েছিল। এই বলির দ্বারা নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা হয়; যার দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ জীবনে তাঁর প্রথম ও প্রধান অধিকারকে স্বীকার করা হয়।

আজ যখন আমরা ইয়োবের বিষয় শিখছি, আসুন ইয়োবের সঙ্গে আমরা নিজেদের তুলনা করি। আমরা কি ইয়োবের মতো ঈশ্বরভক্ত? নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার আশায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে, তার যোগ্য সমাদর কি আমরা করে থাকি? আমরা কি আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য চিন্তা ও প্রার্থনা করি?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com